উৎসব ঐতিহ্যে নারী

ছালেহা খানম জুবিলী

বাংলা বার মাসে বৈশাখ প্রথম মাস। আর এ হিসাবে নতুন বছরকে বরণ করে নেবার নানা রকম আয়োজন থাকে। প্রতিটি ঘরে ঘরে। ঘরে, বাইরে,মাঠে, ময়দানে, দোকান পাট, ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে সব জায়গায় কেমন সাজ সাজ রব। এদিন সরকারী ছুটি থাকে। ফলে দিনটি ছোড় বড় সবাই উপভোগ করতে পারেন। শহরে গ্রামে সব জায়গাতেই এ অনুষ্ঠানের আযোজন করা হয়। শহরের মেয়েরা যেভাবে পহেলা বৈশাখকে বরণ করে নেয় গ্রামের মেয়েরা একটু অন্যভাবে করে থাকে। তবে সবার আয়োজনই উপভোগের এবং আনন্দের। বৈশাখকে বরণ করে নিতে গ্রামের বউ ঝিরা চৈত্র মাস থেকেই লেগে যায় নানা রকম কাজ কর্মে। ঘরের ঝুল ঝাড়া, আসবাবপত্র ধোয়া মাজা, পুরানো ডিবা, কৌটায় রং করা, অপ্রয়োজনীয় জিনিস ফেলে দেয়া মাটি দিয়ে ঘরের মেঝ লেপা মোছা তার মধ্যে অন্যতম। এ কাজ মেয়েরা করতে থাকে বেশ ক’দিন ধরে। টহল বাড়িঘর পুরানো সরিয়ে হয়ে উঠে ঝকঝকে, চকচকে। তারপর চলে পিঠা পায়েসের আয়োজন। নববর্ষে মেহমানদের আপ্যায়নের জন্য চলে হরেক রকম পিঠা বানানোর আয়োজন। সেজন্য আগে থেকেই মেয়েরা ঢেঁকিতে ধান ভানে, পিঠার জন্য গুড়ি বানানো হয়। দুধের সন্দেশ, গুড়ের সন্দেশ নারকেলের নাড় , বরকি, চিড়ার মোয়া। মুড়ির মোয়া সব আগে থেকেই বানিয়ে কৌটা ভরে তুলে রাখা হয়। খই মুড়ি গৃহিনীরা আগে থেকেই বানিয়ে টিনে তুলে রাখে। পহেলা বৈশাখ উপলক্ষে মেয়ে, জামাই, নাত-নাতনিদের দাওয়াত পাঠানো হয়। বৈশাখ উপলক্ষে এ দাওয়াত দেয়ার

রেওয়াজ একধরনের ঐতিহ্য। নায়রী মেয়েদের জন্য বাবা মা শখ করে নতুন কাপ চোপড় কিনে আনে। এ উপলক্ষে নাত-নাতনী। ছেলেমেয়েরাও বাদ যায় না যে যার সাধ্য মতো কেনা কাটা করে।

গ্রামে মাঠে মাঠে বটতলায় আমতলায় বসে বৈশাখী মেলা। এ বৈশাখী মেলায় অংশগ্রহণের জন্য গ্রামের মেয়েদের কর্মব্যবস্ততার শেষ নেই। ঘরে ঘরে অনেক মহিলাই কুলা, চালন ঝাকা, পাটি, বাঁশি। রকমারী খেলনা তৈরী করে মেলার পাঠানোর জন্য। আনন্দের পাশাপাশি এতে তাদের প্রচুর আয় ও হয়। নকশী কাঁথা, নকশী পাটি আর কাপড়ের কারুকাজ করা হাত পাখা মেয়েরা দিনের পর দিন পরিশ্রম করে সেলাই করে মেলায় পাঠানোর জন্য। মোয়া, নাড় , মিষ্টি খাবার সন্দেশ, নারকেলের চিরা এসব মেয়েরা ঘরে বসে তৈরী করে। বাড়ির চাহিদা মিটিয়ে মেলায় পাঠানো হয়। যে বাড়ির কর্তারা মেলায় দোকান নেয কিংবা অংশগ্রহণ করেন তারা খুশী মনে এসব সামগ্রী সাজাতে থাকে। আনন্দের পাশাপাশি লাভ লোকসানের হিসাব ও তারা করে। এদিকে নায়রী মেয়েরা বাপ ভাইয়ের বাড়িতে দাওয়াতে আসতে শুরু করে তারাও কিš' খালি হাতে আসে না। তাদের সাথে থাকে রকমারী মিষ্টি খাবার, পিঠা পায়েস, ছোট ভাই বোনদের জন্য জামা কাপড় ইত্যাদি। নারীর কর্মব্যস্ততা শেষ হয়। আসে কাঙ্ক্ষিত দিন। আসে পহেলা বৈশাখ। সবাই সাধ্যমতো ভাল কাপড় চোপড় পড়ে। ভাল খাবার দাবার খায়। আশেপাশের বাড়ি থেকে যে যার বাড়িতেই বেড়াতে আসুক না কেন একটু মিষ্টি মুখ করে যেতেই হয়। আর মেলাতে ঘুরার আনন্দ যেন অনাবিল। মেয়েরা সুন্দর করে সেজে গুজে মেলায় যায় তাদের পছন্দের নানারকম জিনিস কেনাকাটা করে। নাগর দোলায় চড়া সাপের খেলা দেখা,সার্কাস দেখা গান শোনা, পুতুল নাচ দেখা, সং সাজ দেখা, রকমারী, চুরি কেনা-আরো কত কি? ‘বৈশাখ বরণে চৈত্রের অক্লান্ত পরিশ্রমের কথা তখন ওরা ভুলে যায়।’

মেলা শেষে ঘরে ফিরে ছেলে মেয়েরা। রাতে মেলা থেকে আনা ভিন্নি ধরনের খই, বাতাসা, চিনির তৈরী খাবার আর সাথে মন দুধ খেতে দেয় গৃহিনী। ছেলে-মেয়ে নায়রী জামাই সবাই আনন্দ করে খায়। খাওয়া শেষে রাতে উঠানে বসে পালা গানের আসর। সারা দিনের কর্মব্যস্ততার পর বাড়ি বউ ঝিরা বাড়ির অন্য সদস্যদের সাথে উঠানে মাদুর পেতে বসে পড়ে পালা গান শুনতে। এ এক অনাবিল আনন্দ। গ্রাম বাংলার ঘরে ঘরে এ আনন্দ যুগ যুগ ধরে টিকে থাক এ আমাদের সবার কামনা।